সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা
শেখ মোঃ ওয়াহিদ-উজ-জামান
চেয়ারম্যান, জনতা ব্যাংক লিমিটেড

উপদেষ্টামণ্ডলী
পরিচালকবৃন্দ
মোঃ ইমদাদুল হক, নাগিবুল ইসলাম দীপু
ড. আর এম দেবনাথ, সৈয়দ বজলুল করিম বি.পি.এম
অধ্যাপক মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন, আবু নাসের, সঙ্গীতা আহমেদ
অধ্যাপক ড. নিতাই চন্দ্র নাগ, এ কে এম কামরুল ইসলাম এফসিএ
মোঃ মাহাবুবুর রহমান হিরন

প্রধান সম্পাদক
মোঃ আবদুস সালাম
সিইও এন্ড এমডি

সম্পাদনা পর্ষদ
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ
ওমর ফারুক, হাসান ইকবাল
আফরোজা গুল নাহার
হোসনে আরা বেগম

সম্পাদক
মোঃ আফজালুল বাসার
মহাব্যবস্থাপক, রিসার্চ এন্ড প্লানিং ডিভিশন

সহযোগী সম্পাদকবৃন্দ
নাছিমা আক্তার, ডিজিএম; এমএইচএম জাহাঙ্গীর, এজিএম
আব্দুর রাজ্জাক বিশ্বাস, এজিএম; মোছাঃ আলতাফুন্নেছা, এজিএম
খলিলুর রহমান, এফএজিএম; আল মামুন সিদ্দিকী, এসইও
গোপা হাজং, এসইও; কল্যাণ কুমার দিলীপ, ইও
রিসার্চ এন্ড প্লানিং ডিভিশন

সম্পাদকীয়

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখার পাশাপাশি জনতা ব্যাংককে একটি ব্রান্ড হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সময়োপযোগী পদক্ষেপ ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং গণমুখী ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে গত বছর রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করেছে জনতা ব্যাংক লিমিটেড। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার লক্ষে কৃষি ও রপ্তানী খাতে অর্থায়ন বৃদ্ধি করেছে জনতা ব্যাংক। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সরকারি উদ্যোগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ বছর ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ে অনলাইন ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিং চালু হচ্ছে। এছাড়া জেবি গ্রিন কমিউনিকেশন চালু করে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগে নতুন যুগের সূচনা হচ্ছে। ইতোমধ্যে অনেক শাখায় ওয়ান স্টপ সার্ভিস, প্রবাসীদের জন্য নন-রেসিডেন্ট একাউন্ট সুবিধা, বৈদেশিক রেমিটেন্স প্রেরণে স্পীডি মানি পেমেন্ট সিস্টেম, জেবি রেমিটেন্স পেমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি সকল শাখায় অনলাইন সংক্ষিপ্ত তথ্য প্রণালী OMIS চালু হয়েছে। ব্যাংকের সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রমকে ফলপ্রসূভাবে সম্পন্ন করার লক্ষে জনতা ব্যাংক ফাউন্ডেশন গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। ব্যাংকের দায়িত্বশীল নেতৃত্ব, কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, বহুমুখী আয় কার্যক্রম এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাদারিত্ব ব্যাংকের অভীষ্ট অর্জনে সক্ষম হবে বলে আমরা মনে করি।

জনতা ব্যাংক সার্থক হোক।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার

জনতা ব্যাংক ত্রৈমাসিক বুলেটিন

২য় বর্ষ | ১ম সংখ্যা | মার্চ ২০১৫

জনতা ব্যাংকের বার্ষিক সম্মেলন-২০১৫ অনুষ্ঠিত

অনলাইন সেবার পরিধি বাড়ানোর পাশাপাশি গ্রিন ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রাহকদের জন্য আধুনিক ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করবে জনতা ব্যাংক। পাশাপাশি ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে ই-টেন্ডারিং ও ই-কমার্সের সুবিধাকে কাজে লাগাতে হবে। ব্যাংকের লোকসানী শাখার সংখ্যা কমানোর জন্য ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কৃষি ঋণ প্রদানে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ২৫ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের বল রুমে অনুষ্ঠিত ব্যাংকের বার্ষিক সম্মেলন ২০১৫-এ এসব কথা বলেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান শেখ মোঃ ওয়াহিদ-উজ-জামান। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান। তিনি তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংকের ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি গ্রাহকদের দ্রুত ও নিরাপদ সেবা নিশ্চিত করার তাগিদ দেন।

সম্মেলনে ব্যাংকের পরিচালক মোঃ ইমদাদুল হক, নাগিবুল ইসলাম দীপু, ড. আর এম দেবনাথ, সৈয়দ বজলুল করিম বি.পি.এম, অধ্যাপক মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন, আবু নাসের, সঙ্গীতা আহমেদ, অধ্যাপক ড. নিতাই চন্দ্র নাগ, এ কে এম কামরুল ইসলাম এফসিএ, মোঃ মাহাবুবুর রহমান হিরন, ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আবদুস সালাম, ডিএমডিবৃন্দ ও জিএমবৃন্দসহ ঊর্ধ্বতন নির্বাহীগণ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাগত বক্তব্যে ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আবদুস সালাম বলেন, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা এবং একটি সফল বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে জনতা ব্যাংক আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সব ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ২০১৪ সালে জনতা ব্যাংক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করেছে। বর্তমানে ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণ সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনার সম্মিলিত প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ২০১৪ সালে ব্যাংকের আমানত ৫১,৬০১.০৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে, ২০১৩ সালে এর পরিমান ছিল ৪৭,৮৫৩.৫৬ কোটি টাকা এবং ঋণ ও অগ্রিম ৩১,৯৭৭.৩২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ২৮,৫৭৪.৭৭ কোটি টাকা। এছাড়া ২০১৪ সালে ব্যাংকের পরিচালন মুনাফা ১০৬৮.৩৩ কোটি টাকা, সুদ বহির্ভূত আয় ৮৪০.২৯ কোটি টাকা, আমদানী ব্যবসা ১৪,৪৫৫.৬৮ কোটি টাকা, রপ্তানী ব্যবসা ১৫,৪০৭.৯৭ কোটি টাকা, বৈদেশিক রেমিটেন্স ১০,৬৬৭.৭১ কোটি টাকা। ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণের হার ১১.৬৯%। বর্তমানে ব্যাংকে মূলধনসহ প্রভিশনে কোন ঘাটতি নেই।

সম্মেলনে আরও উল্লেখ করা হয় যে, ব্যাংকের ব্যবসায়িক কার্যক্রম যথাযথ ও নিয়মিত পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে Overview Management Information System (OMIS) নামে ওয়েব নির্ভর একটি এপ্লিকেশন প্রোগ্রাম উদ্ভাবন ও চালু করা হয়েছে। এ প্রোগ্রামটি ব্যাংকের শাখা, নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয় ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের জন্য ব্যাংকের সার্বিক ও সর্বশেষ পরিস্থিতি তাৎক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ সহজ করেছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৫তম জন্মদিনে ব্যাংকের শ্রদ্ধাঞ্জলি

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০১৫ তারিখ সকালে রাজধানীর ধানমণ্ডিস্থ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে জনতা ব্যাংকের পক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পন করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। ব্যাংকের চেয়ারম্যান শেখ মোঃ ওয়াহিদ-উজ-জামানের নেতৃত্বে এ সময় ব্যাংকের ডিএমডি ওমর ফারুক, হাসান ইকবাল, হোসনে আরা বেগম, জিএমবৃন্দসহ অন্যান্য নির্বাহী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন

২৬ মার্চ ২০১৫ তারিখে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের চেয়ারম্যান শেখ মোঃ ওয়াহিদ-উজ-জামানের নেতৃত্বে জনতা ব্যাংক ভবনের সম্মুখে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এ সময়

ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আবদুস সালাম, ডিএমডিবৃন্দ ও মহাব্যবস্থাপকবৃন্দসহ অন্যান্য নির্বাহী/কর্মকর্তা-কর্মচারী, অফিসার কল্যাণ সমিতির নেতৃবৃন্দ এবং সিবিএ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জনতা ক্যাপিট্যাল এন্ড ইনভেস্টমেন্টের ৫ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

৩০ মার্চ ২০১৫ তারিখে জনতা ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান জনতা ক্যাপিট্যাল এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের (জেসিআইএল) ৫ম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেসিআইএল-এর চেয়ারম্যান ড. আর এম দেবনাথ। ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আবদুস সালাম, পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ও শেয়ারহোল্ডারগণ এতে উপস্থিত ছিলেন।

চেয়ারম্যান ড. আর এম দেবনাথ তাঁর ভাষণে জেসিআইএল-এর সার্বিক কর্মকাণ্ডে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সমর্থনের জন্য পরিচালকবৃন্দ এবং শেয়ারহোল্ডারগণকে ধন্যবাদ জানান।

জনতা ব্যাংকের ২০১৪ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অনুমোদিত

২৫ মার্চ ২০১৫ তারিখে জনতা ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংকের ২০১৪ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অনুমোদন করে। অন্যান্য বছরের মত এ বছরও রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে জনতা ব্যাংক সর্বপ্রথম

নিরীক্ষিত হিসাব চূড়ান্ত করেছে। ব্যাসেল-২ বাস্তবায়নসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ ও অগ্রিম এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রভিশন রেখে ব্যাংকের আর্থিক বিবরণী তৈরি করা হয়। বর্তমানে ব্যাংকের মূলধন এবং প্রভিশন উভয় ক্ষেত্রেই উদ্বৃত্ত রয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মধ্যে জনতা ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণের হার সর্বনিম্ন ১১.৬৯ শতাংশ।

'গ্রামীণ নারী কর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচির নীতিমালা ও ঋণ নিয়মাচার' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

ব্যাংকের রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-৪ কর্তৃক প্রকাশিত 'গ্রামীণ নারী কর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচির নীতিমালা ও ঋণ নিয়মাচার' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান শেখ মোঃ ওয়াহিদ-উজ-জামান। ২৫ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের বল রুমে অনুষ্ঠিত ব্যাংকের বার্ষিক সম্মেলনে এ মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

গ্রামাঞ্চলের আগ্রহী ও কর্মোদ্যমী নারীদের স্বল্প সুদে ও সহজ পদ্ধতিতে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে জনতা ব্যাংক গ্রামীণ নারী কর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচি প্রবর্তন করেছে। এ ঋণ কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে গ্রামীণ জনপদে নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে তা ভূমিকা রাখবে এবং ব্যাংকের ভাবমূর্তিও বৃদ্ধি পাবে বলে কর্তৃপক্ষ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জনতা ব্যাংক ত্রৈমাসিক বুলেটিনের মোড়ক উন্মোচন

৭ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে ব্যাংকের বোর্ড রুমে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনতা ব্যাংক ত্রৈমাসিক বুলেটিনের মোড়ক উন্মোচন করেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান শেখ মোঃ ওয়াহিদ-উজ-জামান। এসময় ব্যাংকের পরিচালকবৃন্দ, সিইও এন্ড এমডিসহ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন নির্বাহী ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে মাননীয় চেয়ারম্যান বুলেটিন প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং নিয়মিতভাবে প্রকাশ করার পরামর্শ দেন। পরিচালনা পর্ষদের সদস্য এ কে এম কামরুল ইসলাম এফসিএ বুলেটিনটির প্রকাশনার মান ও ডিজাইন নিয়ে কথা বলেন এবং ব্যাংকের ব্রান্ডিংয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। সিইও এন্ড এমডি মোঃ আবদুস সালাম বুলেটিনটিকে ব্যাংকের সর্বস্তরের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমন্বয়ের একটি মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

জনতা ব্যাংকের আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জার্নাল প্রকাশ

Janata Bank Journal of Money, Finance and Development নামে একটি আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ষান্মাসিক জার্নাল প্রকাশ করেছে জনতা ব্যাংক লিমিটেড। ব্যাংকের রিসার্চ, প্লানিং এন্ড স্টাটিসটিকস ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধানে এ জার্নালটি প্রকাশিত হয়। জার্নালটির কলেবর, বিষয় ও আঙ্গিক সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক মানের যা ব্যাংক পরিমণ্ডলের ভেতর ও বাইরে সকলের নিকট প্রশংসিত হয়েছে। জার্নালটিতে আধুনিক জ্ঞান ও সংতত্ত্বের আলোকে ব্যাংকের বিভিন্ন পণ্য ও সেবা বিষয়ক তত্ত্ব, তথ্য, পদ্ধতি ও কৌশল বিষয়ে দেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের রচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথম সংখ্যার লেখকবৃন্দের তালিকায় রয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা মির্জা আজিজুল ইসলাম, সেন্টার ফর পলিসি

ডায়ালগের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিস এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ জিয়াউল হক খন্দকার, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের মহাপরিচালক তৌফিক আহমেদ চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. এ কে মনোয়ার উদ্দিন, ড. বজলুল হক খন্দকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মোঃ আখতারুজ্জামান প্রমুখ। জনতা ব্যাংকের সুদমুক্ত ঋণকর্মসূচির দেশীয় অর্থনীতিতে প্রভাব, স্টক মার্কেটের সার্বিক চিত্র ও বাধা বিপত্তি, বাংলাদেশের কৃষিজাত পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া, প্রতিযোগিতাপূর্ণ সময়ে ব্যাংক ব্যবসার নিয়ামকসমূহ, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গ্রিন ব্যাংকিংয়ের উপযোগিতাসহ বৈশ্বিক অর্থনীতির গতিধারার বিভিন্ন বিষয় বিষদভাবে বর্ণিত হয়েছে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলোতে। সর্বমহলে প্রশংসিত জার্নালটি প্রকাশ করতে পেরে সম্পাদকীয় কমিটি জনতা ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ, জার্নালের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ এবং জনতা ব্যাংকের সকল নির্বাহী/কর্মকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়।

আইসিএমএবি বেস্ট কর্পোরেট এওয়ার্ড পেল জনতা ব্যাংক

দ্য ইনস্টিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএমএবি)-এর বেস্ট কর্পোরেট এওয়ার্ড ২০১৪ পেয়েছে জনতা ব্যাংক লিমিটেড। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান অর্জন করায় জনতা ব্যাংক এ এওয়ার্ড লাভ করে।

২০ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে ঢাকার প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁ হোটেলে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত জনতা ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আবদুস সালামের হাতে এওয়ার্ড তুলে দেন।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম খায়রুল হোসেন, আইসিএমএবি'র সভাপতি মোহাম্মদ সেলিম, এওয়ার্ড কমিটির চেয়ারম্যান মুজাফফার আহমেদ, আইসিএমএবি'র সহ-সভাপতি আরিফ খানসহ বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমানকে জনতা ব্যাংকের অভিনন্দন

৭ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে সেন্ট্রাল ব্যাংকার অব দ্য ইয়ার-এশিয়া প্যাসিফিক পদক অর্জন করায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছে জনতা ব্যাংক লিমিটেড। ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আবদুস সালাম জনতা ব্যাংকের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন এবং ফুলের তোড়া দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানান। এ সময় ব্যাংকের তৎকালীন

ডিএমডি মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের জিএম এ এফ এম আসাদুজ্জামানসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, লন্ডনভিত্তিক প্রভাবশালী পত্রিকা দি ফিন্যানসিয়াল টাইমস-এর ব্যাংক ও অর্থনীতি বিষয়ক ম্যাগাজিন 'দ্য ব্যাংকার' সম্প্রতি এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমানকে ২০১৫ সালের 'সেন্ট্রাল ব্যাংকার অব দ্য ইয়ার' ঘোষণা করে।

জনতা ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আবদুস সালাম'কে একাউন্টিং এলামনাই এসোসিয়েশনের সম্মাননা প্রদান

৯ মার্চ ২০১৫ তারিখে জনতা ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আবদুস সালামকে সম্মাননা জানায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাউন্টিং এলামনাই এসোসিয়েশন। ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের কমিটি রুমে এক অনাড়ম্বর

অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আবদুস সালামের হাতে একাউন্টিং এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি হায়দার আহম্মেদ খান সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন একাউন্টিং এলামনাই এসোসিয়েশনের নির্বাহী কমিটির সদস্য আহমেদ ইউসুফ আব্বাস, মোঃ তোফায়েল আহমেদ এবং জনতা ব্যাংকের জিএম মোঃ মোসাদ্দেক-উল-আলম ও মোঃ নুরুল আলম।

ব্যবসায়িক সাফল্য নিয়ে ব্যাংকের পর্যালোচনা সভা

২০১৪ সালে ব্যাংকের বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ব্যবসায়িক সাফল্য নিয়ে ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আবদুস সালামের সভাপতিত্বে ১২ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে প্রধান কার্যালয়ের কমিটি রুমে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডিএমডি মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান, ওমর ফারুক, মোঃ গোলাম সারোয়ারসহ জিএমবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২০১৪ সালে ব্যাংকের মুনাফা, আমদানি, রপ্তানী এবং রেমিটেন্সসহ সার্বিক কর্মকাণ্ডে সাফল্য অর্জন করায় সিইও এন্ড এমডি মোঃ আবদুস সালাম

ব্যাংকের সকল নির্বাহী, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সভায় বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে গ্রাহকদের সময়োপযোগী ও মানসম্মত সেবা প্রদানের মাধ্যমে ২০১৫ সালেও সাফল্যের এ ধারা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

জনতা ক্যাপিটাল এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত

১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে জনতা ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান জনতা ক্যাপিটাল এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (জেসিআইএল)-এর বিশেষ সভা জেসিআইএল-এর সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

জেসিআইএল-এর চেয়ারম্যান ড. আর এম দেবনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জনতা ব্যাংকের চেয়ারম্যান শেখ মোঃ ওয়াহিদ-উজ-জামান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকের সিইও

এন্ড এমডি মোঃ আবদুস সালাম। সভায় জেসিআইএল এবং জনতা ব্যাংকের পরিচালকবৃন্দসহ ব্যাংকের ডিএমডিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ২০১৪ সালে জেসিআইএল-এর সার্বিক কর্মকাণ্ডে সাফল্য অর্জনের জন্য সকল নির্বাহী, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

ব্যাংকের শাখা ভবন স্থানান্তর

আধুনিক ব্যাংকিংয়ের সব সুবিধা নিয়ে নতুন ভবনে ফকিরাপুল শাখার কার্যক্রম উদ্বোধন করেন ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আবদুস সালাম

শাখার নাম	তারিখ ও নতুন ভবন	উপস্থিতি
পোস্তগোলা কর্পোরেট শাখা ঢাকা	১২.০১.১৫ ২১৫ করিমুল্লারবাগ শ্মশান রোড, শ্যামপুর, ঢাকা	**প্রধান অতিথি** তৎকালীন ডিএমডি মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান **অন্যান্য অতিথিবৃন্দ** জিএম মোহাম্মদ লুৎফর রহমান কনসালট্যান্ট মোঃ সিরাজুল ইসলাম
সিটি কর্পোরেশন শাখা, চট্টগ্রাম	০২.০৩.১৫ এপিডিএল বাতেন ভবন, সিরাজউদ্দৌলা রোড, চট্টগ্রাম	**প্রধান অতিথি** ব্যাংকের পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন **অন্যান্য অতিথিবৃন্দ** জিএম আবু নাসের চৌধুরী ডিজিএম কামরুল আহছান
ফকিরাপুল শাখা ঢাকা	২৯.০৩.১৫ ১/এ, আলাউদ্দিন ভবন (২য় তলা) ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ঢাকা	**প্রধান অতিথি** সিইও এন্ড এমডি মোঃ আবদুস সালাম **অন্যান্য অতিথিবৃন্দ** ডিএমডি হাসান ইকবাল জিএম মোহাম্মদ লুৎফর রহমান জিএম মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ জিএম এসএসএম কামাল
রানীশংকৈল শাখা ঠাকুরগাঁও	৩০.০৩.১৫ একই ভবনের ২য় তলা	**প্রধান অতিথি** জিএম ড. মোঃ ফরজ আলী **অন্যান্য অতিথিবৃন্দ** ডিজিএম মোঃ আখতারুজ্জামান এজিএম মোঃ মিজানুর রহমান সরকার, ব্যবস্থাপক আনোয়ার হোসেন, কর্মকর্তা ইমরান আল সাদি
ফুলবাড়ী শাখা ঠাকুরগাঁও	৩১.০৩.১৫ শাখা থেকে ১০০ গজ দূরে নতুন ভবনে	**প্রধান অতিথি** জিএম ড. মোঃ ফরজ আলী **অন্যান্য অতিথিবৃন্দ** ডিজিএম মোঃ আখতারুজ্জামান এজিএম মোঃ মিজানুর রহমান সরকার

জনতা ব্যাংকের নতুন শাখা উদ্বোধন

মইনপুর শাখা, ব্রাহ্মণবাড়িয়াঃ ১৮ মার্চ ২০১৫ তারিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলায় জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ৯০৫তম মইনপুর শাখা উদ্বোধন করেন মাননীয় আইন মন্ত্রী মোঃ আনিসুল হক। কুমিল্লা বিভাগীয় কার্যালয়ের জিএম মোঃ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনতা ব্যাংকের ডিএমডি

হাসান ইকবাল, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ মোশারফ হোসেন, পুলিশ সুপার মোঃ মনিরুজ্জামান, কসবা উপজেলা চেয়ারম্যান আনিসুল হক ভূঁইয়া ও জনতা ব্যাংক ব্রাহ্মণবাড়িয়া এরিয়া অফিসের ডিজিএম কামাল উদ্দিন আহমেদ। এসময় ব্যবসায়ী, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

পাকুন্দিয়া শাখা, কিশোরগঞ্জঃ ২৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলায় জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ৯০৪তম শাখার উদ্বোধন করেন কিশোরগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মোঃ সোহরাব উদ্দিন। ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আবদুস সালামের সভাপতিত্বে কিশোরগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য রেজওয়ান আহাম্মদ

তৌফিক, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান, জনতা ব্যাংকের পরিচালক ড. আর এম দেবনাথ ও নাগিবুল ইসলাম দীপু, ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ব্যবসায়ী নেতারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মুখী শাখা, ময়মনসিংহঃ ২১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে জনতা ব্যাংকের ৯০৩তম শাখা হিসেবে গফরগাঁও উপজেলায় মুখী শাখা উদ্বোধন করেন স্থানীয় এমপি ফাহমী গোলন্দাজ বাবেল। অনুষ্ঠানে ব্যাংকের সিইও এন্ড

এমডি মোঃ আবদুস সালাম, জিএম মোঃ ফজলুল হক, ডিজিএম শহিদুল ইসলাম, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আশরাফ উদ্দিন বাদল, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সিদ্ধার্থ শংকর কুন্ডু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জনতা ব্যাংক গ্রিন কমিউনিকেশন প্রবর্তন

JB Green Communication নামে Web Based Paperless Communication Program প্রবর্তন করেছে জনতা ব্যাংক। ব্যাংকের রিসার্চ, প্লানিং এন্ড স্টাটিসটিকস ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধানে এই প্রোগ্রামটি তৈরি করা হয়। ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা ও নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়ের সাথে আন্ত-অফিস এবং অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে কাগুজে পদ্ধতি বিলুপ্ত করে সকল প্রকার যোগাযোগ অনলাইন করার লক্ষে JB Green Communication প্রবর্তন করা হয়।

মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ

মোঃ আবদুস সালাম
সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর, জনতা ব্যাংক লিমিটেড

বৈশ্বিক অর্থনীতির গতিশীলতা ও অগ্রসরতার সঙ্গে সঙ্গে সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের আর্থিক অপরাধ এবং অন্যান্য অবৈধ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধিসহ বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী কার্যক্রম বিস্তার লাভ করছে। বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী কার্যক্রম প্রতিহত করাসহ অবৈধ অর্থ যাতে কেউ বৈধ করতে এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ ব্যবহার করতে না পারে সে ব্যাপারে বিশ্বনেতাদের চিন্তার অন্ত নেই। মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন যে কোন দেশের আর্থিক স্থিতাবস্থাকে বিপন্ন করে তোলে। মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়নে জড়িত অপরাধীরা তাদের অপরাধ কার্যক্রম নির্বিঘ্নে পরিচালনা করার জন্য প্রতিনিয়ত নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করে থাকে। মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়নে ঐ সকল অপরাধীদের কলাকৌশল প্রতিহত করার জন্য ফাইন্যান্সিয়াল এ্যাকশন টাস্কফোর্স (এফএটিএফ) বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের জন্য পরিপালনের লক্ষে কতিপয় আন্তর্জাতিক মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে।

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বর্তমান বিশ্বে একটি বহুল আলোচিত বিষয়। সাধারণভাবে মানি লন্ডারিং হলো- অবৈধ অর্থ বা সম্পত্তিকে বৈধ রূপ দেয়ার একটি প্রক্রিয়া যা প্লেসমেন্ট (অপরাধমূলক কার্য হতে উদ্ভূত বা উপার্জিত অর্থ প্রথম বারের মত ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমে প্রবেশ করানো), লেয়ারিং (অর্থের উৎস গোপন করার উদ্দেশ্যে প্লেসমেন্টকৃত অর্থ জটিল লেনদেনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরে স্থানান্তর) এবং ইন্টিগ্রেশন (লেয়ারিংকৃত অর্থের মাধ্যমে গাড়ি, বাড়ি, জমি ক্রয় বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা) এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। অপরদিকে, সন্ত্রাসে অর্থায়ন বলতে স্বেচ্ছায় অর্থ বা সম্পদ প্রদান বা সংগ্রহ এবং সংগৃহীত অর্থ দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সম্পাদনে সহযোগিতাকে বুঝায়।

বিশ্বব্যাপী মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতিসংঘ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনেকগুলো কনভেনশন এবং রেজ্যুলেশন করেছে যেমন- ভিয়েনা কনভেনশন, পালেরমো কনভেনশন, ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি সাপ্রেশন অব দি ফিন্যান্সিং অব টেরোরিজম, সিকিউরিটি কাউন্সিল রেজ্যুলেশন ১২৬৭, সিকিউরিটি কাউন্সিল রেজ্যুলেশন ১৩৭৩, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক কর্মসূচি, কাউন্টার টেরোরিজম কমিটি, দি ফাইন্যান্সিয়াল এ্যাকশন টাস্কফোর্স (এফএটিএফ), দি ব্যাসেল কমিটি অন ব্যাংকিং সুপারভিশন, দি এগমন্ট গ্রুপ অব ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, এফএটিএফ স্টাইল আঞ্চলিক সংস্থাসমূহ, ওলফসবার্গ গ্রুপ অব ব্যাংকস, এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানি লন্ডারিং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে উল্লিখিত কনভেনশন এবং রেজ্যুলেশন-এর নির্দেশনা পরিপালন করতে হয়।

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড নিরূপণকারী প্রতিষ্ঠান ফাইন্যান্সিয়াল এ্যাকশন টাস্কফোর্স (এফএটিএফ) প্রথম পর্যায়ে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধের লক্ষে ৪০টি সুপারিশ প্রণয়ন করে, পরে সন্ত্রাসে অর্থায়ন দমনের লক্ষে নতুনভাবে আরো ৯টি সুপারিশ প্রণয়ন করে যা পরবর্তীকালে সমন্বিতভাবে ৪০টি সুপারিশে কেন্দ্রীভূত করা হয়। বাংলাদেশকেও একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে উক্ত সংস্থার সুপারিশসমূহ পরিপালন করতে হয়। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী দেশের মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালন ব্যবস্থা সমুন্নত রাখা এবং দেশে একটি সুসংহত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ সরকার দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ। সরকারের এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষে দেশের কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

উক্ত কেন্দ্রীভূত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের লক্ষে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন জারি/সংশোধন করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) দিক-নির্দেশনাসমূহ হালনাগাদ করা হয়েছে। উক্ত দিক-নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষে দেশের সকল তফসিলী ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০২ প্রণয়ন করে। আইনটির বাস্তবায়নকারী হিসেবে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংককে দায়িত্ব দেয়া হয় এবং এ আইনের আওতায় তদন্ত ও মামলা দায়ের করার ক্ষমতা দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) দেয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ ১৮ মে, ২০০২ তারিখে সকল ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং মানিচেঞ্জারকে উক্ত আইন পরিপালনের জন্য সার্কুলার জারি করে। যদিও বিশ্বের সকল দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক এ দায়িত্ব পালিত হয় না, কোন কোন দেশে এ দায়িত্ব পুলিশ, অ্যাটর্নী জেনারেলের অফিস, অর্থ মন্ত্রণালয় পালন করে থাকে।

১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে সন্ত্রাসী হামলার পরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সন্ত্রাসী আক্রমণ প্রতিহত করার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। সে কারণেই সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সংস্থাকে চিহ্নিতকরণ, তাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, অর্থের উৎস চিহ্নিতকরণ, অর্থায়ন বন্ধকরণ এবং সর্বোপরি সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধ করা বিশ্বব্যাপী সকল রাষ্ট্রের জন্য সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রমকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে ২০০৯ সালে বাংলাদেশ সন্ত্রাস বিরোধী আইন প্রণয়ন করে। পরবর্তী পর্যায়ে উল্লিখিত আইনসমূহকে আরো কার্যকর এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উন্নীত করার লক্ষে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন ২০১২ ও ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়।

বাংলাদেশে মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলশ্রুতিতে ৩ জুলাই, ২০১৩ সালে বাংলাদেশ Egmont Group-এর সদস্যপদ লাভ করার পাশাপাশি ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত এফএটিএফ এর প্লেনারিতে বাংলাদেশ মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের উচ্চতম স্থানে আসীন হয়েছে। একইসঙ্গে বাংলাদেশ এফএটিএফ এর ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেটিভ রিভিউ গ্রুপ (ICRG) process-এর অন্তর্ভুক্ত বিশ্ব অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রতি ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকা হতে বের হয়ে আসতে পেরেছে।

দেশের অর্থনীতি, নিরাপত্তা ও সামাজিক অবস্থার উপর মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়নের প্রচ্ছন্ন ধ্বংসাত্মক প্রভাব রয়েছে, যেমন– অপরাধ প্রবণতায় অনুপ্রেরণা যোগায় এবং অপরাধীদেরকে অপরাধ করতে ইন্ধন দেয়, সন্ত্রাসী হামলা বৃদ্ধি পায়, সম্পদ ও পণ্যের মূল্য বিকৃতির মাধ্যমে সম্পদের অসমবন্টনকে ত্বরান্বিত করে, সরকারি রাজস্ব আয় হ্রাস পায়, অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে কলুষিত করে।

বিশ্বায়নের এ যুগে মানি লন্ডারিংয়ের ফলে দেশের ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সুনাম ক্ষুণ্ন হতে পারে। কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান মানি লন্ডারিংয়ে জড়িত রয়েছে প্রমাণিত হলে প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্বও বিপন্ন হতে পারে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা অন্যান্য কারণে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন, এদের সাথে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সমস্যাও স্বাস্থ্যখাতের এইডস এর মত প্রকট আকার ধারণ করছে। এ কারণে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ করার জন্য বিশ্ববাসী

ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছে এবং নানা ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। বিশ্ববাসীর সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রমের সাথে একাত্ম হয়ে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্রীয় ব্যাংক- জনতা ব্যাংক লিমিটেডও মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যেমন- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০২ পরিপালনের সার্কুলার ইস্যুর সাথে সাথেই জনতা ব্যাংক লিমিটেডও উক্ত আইন পরিপালনের জন্য সার্কুলার ইস্যু করে এবং ব্যাংকের সর্বস্তরে পরিপালনের নির্দেশনা জারি করে। পরবর্তী পর্যায়ে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ এবং সন্ত্রাস বিরোধী সকল আইন পরিপালনের ক্ষেত্রে একই কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে জনতা ব্যাংক লিমিটেড।

এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে জনতা ব্যাংক লিমিটেড এ পর্যন্ত যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে তা হলো- অর্থ লেনদেনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচিতি (KYC) সঠিক ও পূর্ণরূপে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা, লেনদেনের উপর নজর রাখা এবং সন্দেহজনক বলে অনুমিত হলে বিএফআইইউ-এ Suspitious Transaction Reporting (STR) করা, নগদ লেনদেনের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা এবং নগদ অর্থ জমাদান ও উত্তোলন মনিটর করা, ১০(দশ) লক্ষ বা তার অধিক অংকের অর্থ নগদে জমা বা পরিশোধের ক্ষেত্রে বিএফআইইউ-এ Cash Transaction Reporting (CTR) করা, সন্দেহজনক আচরণ প্রদর্শন বা সন্দেহজনক কার্যক্রম পরিচালনাকারী ব্যক্তির লেনদেনের উপর নজর রাখা, সন্দেহজনক কাজের সাথে জড়িত ব্যক্তির হিসাব জব্দ করা, অর্থ লেনদেনকারী বা স্থানান্তরকারী সকল হিসাবধারীর লেনদেনের উপর প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, জনতা ব্যাংকে পরিচালিত অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের লেনদেনের রেকর্ড সংরক্ষণ করা, মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়নের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে ব্যাংকের সর্বস্তরের নির্বাহী/কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষিত করার পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলায় অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি। উল্লিখিত কার্যক্রমসহ এতদবিষয়ে সার্বিক কার্যক্রম পরিপালন ও মনিটরিং নিশ্চিত করার জন্য জনতা ব্যাংক লিমিটেড একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট গঠন করেছে।

সম্প্রতি মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের মধ্যে সূচিত দ্বিপক্ষীয় ডায়ালগের ধারাবাহিকতায় যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিজ এর ওভারসিজ প্রসিকিউটরিয়াল ডেভেলপমেন্ট এন্ড ট্রেনিং (OPDAT) প্রোগ্রামের আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটিতে অবস্থিত ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে গত ২-৩ মার্চ একটি ডায়ালগ প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। উক্ত ডায়ালগে অংশগ্রহণের জন্য জনতা ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত ৭টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এছাড়া উক্ত ডায়ালগ প্রোগ্রামে জাতিসংঘের ইউএন কাউন্টার টেররিজম ইমপ্লিমেন্টেশন টাস্কফোর্স, ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক, ওয়েলস ফারগো ব্যাংক, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিট-এর প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বর্ণিত প্রোগ্রামে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন নীতিমালা, যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যক্রম, মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিকভাবে পরিপালনীয় বিষয়াবলী, বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে ঝুঁকিমুক্ত রাখা, এতদ্‌বিষয়ে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিট ও অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর উদ্যোগ ও অগ্রগতিসহ সামগ্রিক বিষয়ে পারস্পরিক আইডিয়া শেয়ার করা হয়।

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন দু'টি ভিন্ন বিষয় হলেও একটির সাথে অপরটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আইনের পরিভাষায় মানি লন্ডারিং হলো অবৈধ পন্থায় সম্পত্তি/অর্থ অর্জন বা বৈধ সম্পদ/অর্থের অবৈধ পন্থায় স্থানান্তর বা উক্ত কাজে সহায়তা করা। অপরদিকে সন্ত্রাসে অর্থায়ন হলো নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে অর্থের যোগান দেয়া। মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন চরিত্রগতভাবে অপরাধী কার্যক্রম হলেও অবস্থা, প্রকৃতি ও সময়ভেদে উক্ত দু'টি কার্যক্রমে ব্যবহৃত কৌশল প্রায় একই রকম। মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সরকারের আইনি কঠোরতাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের সাথে পাল্লা দিয়ে অপরাধী চক্রও বিভিন্ন ধররের অভিনব কৌশলে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। ফলে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ সত্ত্বেও মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের মত ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হচ্ছে না। এ অবস্থায় সরকারের পাশাপাশি আপামর জনগণকে সচেতন করে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে একযোগে কাজ করতে হবে। আশা করা যায় সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলে এদেশে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ করা সম্ভব।

ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে ব্যাংকের সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ

নারান্দিয়া শাখা, টাঙ্গাইল: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে নারান্দিয়া শাখায় সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ-২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। টাঙ্গাইল এরিয়া অফিসের ডিজিএম মোহাঃ মোখলেসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনতা ব্যাংকের পরিচালক আবু নাসের। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়ের জিএম মোঃ ফজলুল হক। এ সময় সুদমুক্ত ঋণ কর্মসূচির আওতায় ২০ জন ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীকে ঋণ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, এ বছর নারান্দিয়া শাখায় প্রায় ১০ লক্ষ টাকার সুদমুক্ত ঋণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ২০১২ সাল থেকে এ শাখায় সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে।

নান্দাইল রোড বাজার শাখা, ময়মনসিংহ: ২১ মার্চ ২০১৫ তারিখে নান্দাইল রোড বাজার শাখার উদ্যোগে রোয়াইলবাড়ি জনতা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্থানীয় ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে সুদমুক্ত কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন ব্যাংকের পরিচালক নাগিবুল ইসলাম দীপু। জিএম মোঃ ফজলুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পৌর মেয়র আব্দুল হক ভূঞা, ব্যাংকের ডিজিএম শহিদুল

ইসলাম, এজিএম রুহুল আমিন, শাখাব্যবস্থাপক মোশাররফ সোহেল, জনতা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহতাব উদ্দিন, মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমান, ইউপি চেয়ারম্যান আনিসুর রহমান বিপ্লব, এডভোকেট নূরুল আলম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কেন্দুয়া উপজেলার রোয়াইলবাড়ি, পাইকুড়া ও গন্ডা ইউনিয়নের ৩০ জন ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকের প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে ঋণ বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, এ কর্মসূচির আওতায় কেন্দুয়ায় পর্যায়ক্রমে মোট ৩৮ লাখ টাকা সুদবিহীন কৃষি ঋণ বিতরণ করা হবে।

জনতা ব্যাংকের নতুন ডিএমডি

জনাব হাসান ইকবাল ১৫ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে পদোন্নতি পেয়ে ডিএমডি হিসেবে জনতা ব্যাংক লিমিটেডে যোগদান করেন। এর আগে তিনি সোনালী ব্যাংক লিমিটেডে জিএম হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৪ সালে সোনালী ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর ব্যাংকিং ক্যারিয়ার শুরু হয়। সফল কর্মজীবনে তিনি সোনালী ব্যাংকের মার্কেটিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগ, ল এন্ড রিকভারি বিভাগ ও জনসংযোগ বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি ব্যাংকিং অর্থনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করেন।

জনাব ইকবাল ১৯৫৭ সালের ৩০ জুন ফেনীর সোনাগাজী উপজেলার ভোয়াগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে সম্মানসহ প্রথম শ্রেণীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন।

মিসেস হোসনে আরা বেগম ১৮ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেডে ডিএমডি হিসেবে যোগদান করেন। এর আগে তিনি রূপালী ব্যাংক লিমিটেডে জিএম হিসেবে কর্মরত ছিলেন। রূপালী ব্যাংকে প্রবেশনারি অফিসার হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর ব্যাংকিং ক্যারিয়ার শুরু হয়। সফল কর্মজীবনে তিনি রূপালী ব্যাংকের আন্তর্জাতিক বিভাগ, শিল্পখাত বিভাগ, শৃংখলা বিভাগ, ট্রেজারি বিভাগ, আইন বিভাগ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি দেশে-বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করেন। কর্মসূত্রে তিনি থাইল্যান্ড, ভারত, মালয়েশিয়া ভ্রমণ করেন।

মিসেস হোসনে আরা ১৯৫৭ সালের ১ মার্চ শরিয়তপুর জেলার ডামুড্ডা উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন।

মিসেস আফরোজা গুল নাহার ১৮ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেডে ডিএমডি হিসেবে যোগদান করেন। এর আগে তিনি বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের জিএম হিসেবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে প্রবেশনারি অফিসার হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে তিনি ব্যাংকিং ক্যারিয়ার শুরু করেন। তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করেন।

আফরোজা গুল নাহার ১৯৫৭ সালের ৩১ অক্টোবর ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গি উপজেলার লাহিড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এগ্রি-ইকোনোমিকস-এ সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন।

ব্যাংকে নবীন কর্মকর্তাদের (এইও-আরসি) ফাউন্ডেশন কোর্সের উদ্বোধন

১৮ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে জনতা ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আয়োজিত এ্যাসিসট্যান্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার-রুরাল ক্রেডিট (এইও-আরসি) পদে সদ্যনিযুক্ত কর্মকর্তাদের ২০ কর্মদিবসের ফাউন্ডেশন ট্রেনিং কোর্সের উদ্বোধন করেন ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আবদুস সালাম। উক্ত কোর্সে ৫০ জন এইও-আরসি কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, জনতা ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ঢাকা এবং রাজশাহী ও কুমিল্লা ট্রেনিং সেন্টারসমূহে ২০১৪ সালে ফাউন্ডেশন কোর্সসহ বিভিন্ন বিষয়ে ২৬৬টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৭১৬০ জন নির্বাহী/কর্মকর্তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ব্যাংকে ক্রেডিট রেটিং বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে জনতা ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের (জেবিটিআই) সম্মেলন কক্ষে জনতা ব্যাংক লিমিটেড এবং আলফা ক্রেডিট রেটিং লিমিটেডের যৌথ আয়োজনে ক্রেডিট রেটিং বিষয়ক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আবদুস সালাম।

জনতা ব্যাংকের ডিএমডি ওমর ফারুক, আলফা ক্রেডিট রেটিংয়ের এমডি ও সিইও মোহাম্মদ আসাদুল্লা, ডিএমডি আব্দুল মান্নান এবং জেবিটিআই-এর অধ্যক্ষ সালেকুজ্জামান সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। এতে ব্যাংকের ৩০ জন নির্বাহী ও কর্মকর্তা অংশ নেন।

OMIS: ব্যাংকের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে নতুন দিগন্ত

ব্যাংকের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সুষ্ঠু ও নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করার লক্ষে জনতা ব্যাংক লিমিটেড OMIS (Overview Management Information System) নামে ওয়েব নির্ভর একটি এপ্লিকেশন প্রোগ্রাম উদ্ভাবন ও চালু করেছে। ব্যাংকের এমআইএস ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধানে প্রোগ্রামটি তৈরি হয়। এর মাধ্যমে ব্যাংকের শাখা, নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয় এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ব্যাংক ব্যবসার বিভিন্ন বিষয় সহজেই পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। শাখার গুরুত্বপূর্ণ শতাধিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রচুর বিবরণী তৈরি করা যায়, বিধায় OMIS-এ শাখার প্রায় সামগ্রিক চিত্র ফুটে ওঠে। এটি ব্যাংকের আয়নাস্বরূপ।

ইতোমধ্যে এই এপ্লিকেশন প্রোগ্রামটি সর্ব মহলে প্রশংসিত হয়েছে। ২৭ নভেম্বর ২০১২ তারিখে নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি ৪১৮/১২ জারির মাধ্যমে OMIS এর শুভ সূচনা হয়।

শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন

এরিয়া/ বি:কা:	তারিখ ও ভেন্যু	উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি
চট্টগ্রাম	৩০.০১.১৫ কনফারেন্স হল আগ্রাবাদ	প্রধান অতিথি পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন অন্যান্য অতিথিবৃন্দ জিএম আবু নাসের চৌধুরী ডিজিএম মোবারকুল ইসলাম ডিজিএম মোঃ তাজুল ইসলাম ডিজিএম হুমায়ুন কবির চৌধুরী ডিজিএম মোঃ নাজিম উদ্দিন কোরেশী ডিজিএম মোঃ কামরুল আহছান ডিজিএম মোঃ শহীদুল ইসলাম
ঢাকা দক্ষিণ	১৩.০২.১৫ জনতা ক্যাপিটাল এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড সম্মেলন কক্ষ	প্রধান অতিথি সিইও এন্ড এমডি মোঃ আবদুস সালাম অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ডিএমডি ওমর ফারুক জিএম মোহাম্মদ লুৎফর রহমান
জামালপুর	২৩.০২.১৫ এরিয়া অফিস কার্যালয়	প্রধান অতিথি জিএম মোঃ ফজলুল হক অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ডিজিএম মোঃ ইসমাইল হোসেন ডিজিএম মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন
নওগাঁ	২৫.০২.১৫ এরিয়া অফিস কার্যালয়	প্রধান অতিথি জিএম ড. মোঃ ফরজ আলী অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ডিজিএম মোঃ চয়নুল হক ডিজিএম মোঃ মোখলেছুর রহমান
টাঙ্গাইল	২৮.০২.১৫ এলেঙ্গা রিসোর্ট টাঙ্গাইল	প্রধান অতিথি পরিচালক নাগিবুল ইসলাম দীপু অন্যান্য অতিথিবৃন্দ- পরিচালক ড. আর এম দেবনাথ, আবু নাসের, অধ্যাপক ড. নিতাই চন্দ্র নাগ, একেএম কামরুল ইসলাম এফসিএ, মোঃ মাহাবুবুর রহমান হিরন; ডিএমডি হাসান ইকবাল, আফরোজা গুল নাহার, হোসনে আরা বেগম জিএম মোঃ ফজলুল হক
ফরিদপুর	০৯.০৩.১৫ এরিয়া অফিসের সম্মেলন কক্ষ	প্রধান অতিথি জিএম মোঃ মসীয়ূর রহমান অন্যান্য অতিথিবৃন্দ- ডিজিএম এম এম আব্দুল হক, ডিজিএম মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
রংপুর	১১.০৩.১৫ বিভাগীয় কার্যালয়ের কনফারেন্স রুম	প্রধান অতিথি জিএম ড. মোঃ ফরজ আলী; অন্যান্য অতিথিবৃন্দ- ডিজিএম মোঃ আখতারুজ্জামান, কাজী খলিলুর রহমান
নারায়ণগঞ্জ	২১.০৩.১৫ নারায়ণগঞ্জ অফিসার্স ক্লাব	প্রধান অতিথি ডিএমডি ওমর ফারুক অন্যান্য অতিথিবৃন্দ-জিএম মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, ডিজিএম মোঃ মুরশেদুল কবীর, ডিজিএম মোঃ আব্দুস সামাদ
কক্সবাজার এরিয়া অফিস	২৮.০৩.১৫ সম্মেলন কক্ষ হোটেল শৈবাল কক্সবাজার	প্রধান অতিথি সিইও এন্ড এমডি মোঃ আবদুস সালাম অন্যান্য অতিথিবৃন্দ জিএম আবু নাসের চৌধুরী ডিজিএম মোঃ আবদুর রশীদ প্রমুখ
মাগুরা এরিয়া অফিস	১১.০৩.১৫ এরিয়া অফিস মাগুরা	প্রধান অতিথি জিএম মোঃ মসীয়ূর রহমান অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ডিজিএম মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এজিএম মোঃ আব্দুল মান্নান
বগুড়া এরিয়া অফিস	২৩.০৩.১৫ কোজি ক্যাফে শেরপুর রোড বগুড়া	প্রধান অতিথি জিএম ড. মোঃ ফরজ আলী অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ডিজিএম মোঃ মোখলেসুর রহমান ডিজিএম এনামুল হক, এজিএম শিখা দাস

ঢাকা দক্ষিণ বিভাগীয় কার্যালয় আয়োজিত শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আবদুস সালাম।

নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে জনতা ব্যাংকের এরিয়া অফিস ঢাকা উত্তর-এর আওতাধীন শাখাসমূহে অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষে সচেতনতামূলক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা উত্তর এরিয়াধীন ২৫টি শাখায় নিয়োজিত নিরাপত্তা কর্মীরা এ কর্মশালায় অংশ নেন। কর্মশালার উদ্বোধন করেন প্রধান কার্যালয়ের হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের ডিজিএম মোঃ জিকরুল হক। এরিয়া অফিস ঢাকা উত্তর-এর ডিজিএম শেখ মকবুল আহমেদের সভাপতিত্বে কর্মশালায় মূল বক্তব্য প্রদান করেন ব্যাংকের চিফ সিকিউরিটি অফিসার মেজর (অব.) মোঃ জিয়াউর রহমান।

কর্মশালায় বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে গৃহীত পদক্ষেপ, নিরাপত্তায় ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রের ব্যবহার, সিসি ক্যামেরার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনাসহ শাখা নিরাপত্তার বিভিন্ন ছবি ও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

ব্যাংকের সকল শাখার নিরাপত্তাকর্মীদের নিয়ে পর্যায়ক্রমে এ সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে বলে কর্মশালায় জানানো হয়। ইতোমধ্যে বিভাগীয় কার্যালয় বরিশাল, এরিয়া অফিস পটুয়াখালী, ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, ঢাকা দক্ষিণ, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর ও টাঙ্গাইলে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

জনতা ব্যাংক দোহাজারী শাখায় এক্সপ্রেস মানি'র মেগা পুরস্কার বিতরণ

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এক্সপ্রেস মানির উপহার মেলা ক্যাম্পেইনের মেগা পুরস্কার ১২৫ সিসি মোটর সাইকেল জিতেছেন জনতা ব্যাংকের চট্টগ্রামের দোহাজারি শাখার গ্রাহক শহিদুল্লাহ চৌধুরী।

এ উপলক্ষে গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে জনতা ব্যাংকের চট্টগ্রামের দোহাজারি শাখায় অনুষ্ঠিত এক গ্রাহক সমাবেশে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের জিএম আবু নাসের চৌধুরী, এক্সপ্রেস মানির বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার শামিম ইফতেখার, চট্টগ্রামের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট এক্সিকিউটিভ জুলান দাস, সিনিয়র মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ জাকারিয়া মাহমুদ এবং জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ডিজিএম মোঃ কামরুল আহসান, এজিএম মোহাম্মদ নুরুস ছফা ও শাখা ব্যবস্থাপক রোকন উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, জনতা ব্যাংক লিমিটেড ও এক্সপ্রেস মানি যৌথভাবে দু'মাসব্যাপী কনজিউমার প্রমোশনাল ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে। এ সময় জনতা ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় এক্সপ্রেস মানি চ্যানেলে অর্থ স্থানান্তর করে ৮০টি মোবাইল ফোন সেট ও ১৬টি রঙিন টেলিভিশন জিতে নেন গ্রাহকরা।

যাঁদের আমরা হারালাম

(জানুয়ারি-মার্চ ২০১৫: ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রাপ্ত)

নাম ও পদবী	শেষ কর্মস্থল	মৃত্যু তারিখ
মরহুম আহমেদুল হক সিরাজী, এইও	এরিয়া অফিস চট্টগ্রাম-সি, চট্টগ্রাম	১০.০১.১৫
মরহুম আব্দুল মান্নান, ব্যাংক গার্ড	উত্তরা মডেল টাউন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা	১১.০১.১৫
মরহুম জয়নাল আবেদীন, এসএস ২	বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোরেট শাখা, ঢাকা	১৭.০১.১৫
মরহুম নুরুল ইসলাম শিকদার, এওজি ২	শরিয়তপুর শাখা, শরিয়তপুর	২২.০১.১৫
মরহুম মনিরুজ্জামান এসএস ২	এরিয়া অফিস, কুষ্টিয়া	০৩.০২.১৫
মরহুম ওবায়দুল হক এওজি ২	ঈদগাহ আমিনবাজার শাখা, নোয়াখালী	১২.০২.১৫
মরহুম মোঃ শাহজাদা এওজি ২	জি এম সচিবালয়, রিসার্চ এন্ড প্লানিং ডিভিশন	১৬.০২.১৫
মরহুম জানে আলম, এইও	এরিয়া অফিস, রাজশাহী	২৬.০২.১৫

বিভিন্ন স্থানে জনতা ব্যাংকের শীতবস্ত্র বিতরণ

প্রচলিত ব্যাংকিং সেবার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমেও জনতা ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এর ধারাবাহিকতায় এবছর শীতকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে অসহায়, দরিদ্র, দুঃস্থ, অভাবী ও ভাসমান শীতার্ত মানুষের মাঝে ব্যাংকের পক্ষ থেকে প্রায় ২১ হাজার কম্বল বিতরণ করা হয়।

জনতা ব্যাংক ভৈরব বাসস্ট্যান্ড শাখার উদ্যোগে শহরের চণ্ডিবরে শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন ব্যাংকের পরিচালক সঙ্গীতা আহমেদ

নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিভাগীয় কার্যালয়, এরিয়া অফিস ও শাখায় কম্বল বিতরণের তথ্য দেয়া হলো:

শাখা/এরিয়া/ বিভাগীয় কার্যালয়	বিতরণের স্থান ও তারিখ	উপস্থিতি
টাঙ্গাইল এরিয়া অফিস	গোহালিয়াবাড়ি পল্লী বিদ্যুৎ মাঠ ৩০.১২.১৪	পরিচালক আবু নাসের, ডিজিএম মোহাম্মদ মোখলেসুর রহমান, এজিএম সূর্যেন্দ্র সাহা প্রমুখ
ভৈরব বাসস্ট্যান্ড শাখা কিশোরগঞ্জ	শহরের চণ্ডিবর ০২.০১. ১৫	পরিচালক সঙ্গীতা আহমেদ এজিএম মোঃ মজিবুর রহমান মোল্লা মোঃ হাবিবুর রহমান, ভৈরব বাসস্ট্যান্ড শাখার ব্যবস্থাপক এ.বি.এম বদরুল আলম রাজিব প্রমুখ
হাটহাজারী শাখা, চট্টগ্রাম	উদালিয়া মোহচেনা পাড়া প্রা. বিদ্যালয় ০২.০১.১৫	পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন জিএম আবু নাসের চৌধুরী এজিএম মোহাম্মদ নুরুস ছফা প্রমুখ
ভালুকা শাখা, ময়মনসিংহ	উপজেলা পরিষদ চত্বর ০৪.০১.১৫	সাংসদ ডা. এম আমান উল্যাহ সিইও এন্ড এমডি মোঃ আবদুস সালাম জিএম মোঃ ফজলুল হক, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম মোস্তফা নির্বাহী কর্মকর্তা কামরুল আহসান তালুকদার এজিএম এ কে এম কামরুজ্জামান প্রমুখ
কোটালীপাড়া শাখা, গোপালগঞ্জ	শাখা ভবনের সামনে ০৫.০১.১৫	শাখা ব্যবস্থাপক কাজী এমদাদুল হক মুকসুদপুর শাখার ব্যবস্থাপক শাহীন আহম্মেদ প্রমুখ
চুয়াডাঙ্গা এরিয়া অফিস	চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ ০৬.০১.১৫	সাংসদ সোলায়মান হক জোয়ার্দার এজিএম বীরেন চন্দ্র তপাদার প্রমুখ
ঝিনাইদহ এরিয়া অফিস	এরিয়া অফিস ১২.০১.১৫	ডিজিএম মোঃ মুকুল হোসেন এজিএম সিরাজুল ইসলাম, কোটচাঁদপুর শাখার ব্যবস্থাপক সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ
ভোলা এরিয়া অফিস	এরিয়া অফিস ১৯.০১.১৫	পরিচালক মোঃ মাহাবুবুর রহমান হিরন জিএম জাফর আহমেদ এজিএম আবদুল মান্নান প্রমুখ
ঠাকুরগাঁও এরিয়া অফিস	বাসস্ট্যান্ড রোড ২০.০১.১৫	জেলা প্রশাসক মুখেশ চন্দ্র এজিএম মিজানুর রহমান সরকার এসইও সত্যেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি লুবনা জাহান প্রমুখ
নীলফামারী শাখা, নীলফামারী	বড়গাছা ইউনিয়ন ২৫.০১.১৫	শাখা ব্যবস্থাপক শামসুল আলম ইউপি চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ইও শাহীনুর রহমান প্রমুখ
চাঁদনী বাজার শাখা, বগুড়া	ফটকি ব্রীজ, শাহাজাদপুর ০৭.০৩.১৫	এজিএম শিখা দাস কর্মকর্তা মোঃ আবদুস সামাদ শেখ গিরিন আখতার খুশী প্রমুখ
রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়	বিভাগীয় কার্যালয় ২৭.০১.১৫	ডিজিএম মোঃ আখতারুজ্জামান ডিজিএম কাজী খলিলুর রহমান কর্মকর্তা মোঃ শফিকুল ইসলাম প্রামাণিক প্রমুখ
ব্রীজ রোড শাখা, গাইবান্ধা	শাখা ভবন ০৩.০১.১৫	এজিএম আব্দুর রশীদ শাখা ব্যবস্থাপক বলাই চাঁদ সরকার প্রমুখ

কমান্ড এরিয়া সার্ভে (CAS): শাখার ব্যবসায়িক ক্ষেত্র নিরূপনের এক কার্যকর মাধ্যম

কমান্ড এরিয়া সার্ভে (CAS) নামে একটি ওয়েববেইজ প্রোগ্রাম চালু করেছে জনতা ব্যাংক। রিসার্চ, প্লানিং এন্ড স্টাটিসটিকস ডিপার্টমেন্টের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই প্রোগ্রামটি তৈরি করা হয়েছে। প্রোগ্রামটিতে কমান্ড এরিয়া জরিপের আবশ্যকতা বর্ণনাসহ শাখার কমান্ড এরিয়া নির্ধারণ, ভৌগলিক ও সময়মূলক আওতাধীন এলাকা নির্ধারণ, তথ্য বিশ্লেষণ, রির্পোটিং ইত্যাদির বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান এবং কমান্ড এরিয়া জরিপের জন্য একটি অভিন্ন ছক সন্নিবেশ করা হয়েছে। ১৯ আগস্ট ২০১৪ তারিখে নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি নং ৫৫০/১৪ জারির মাধ্যমে CAS-এর কার্যক্রম শুরু হয়। প্রোগ্রামটিতে সঠিকভাবে তথ্য সন্নিবেশ করে ও তা ব্যবহার করে শাখার তথা ব্যাংকের আমানত সংগ্রহ, ঋণ ও অগ্রিম প্রদানসহ অন্যান্য পরিসেবা প্রদানে উন্নতি ঘটানো সম্ভব।

উল্লেখ্য, গত ১২ মার্চ ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড অব ডিরেক্টরস-এর ২৫৯তম সভার সিদ্ধান্তক্রমে রিসার্চ, প্লানিং এন্ড স্টাটিসটিকস ডিপার্টমেন্টকে ব্যাংকের শাখাসমূহের কমান্ড এরিয়া বা আওতাধীন এলাকা জরিপের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম উদ্ভাবন ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

প্রবাসী ব্যবসায়ীদের সহায়তা দেবে জনতা ব্যাংক

সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসবাসরত ব্যবসায়ীদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের লক্ষে জনতা ব্যাংক ও বাংলাদেশ দূতাবাসের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের ঘোষণা দিয়েছেন জনতা ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি

মোঃ আবদুস সালাম ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ড. মুহাম্মদ ইমরান। গত ১৮ মার্চ ২০১৫ তারিখে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বাণিজ্যিক রাজধানী দুবাইয়ের রেডিসন ব্লু হল রুমে দুবাই বিজনেস কাউন্সিলের উদ্যোগে প্রবাসী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তাঁরা এ ঘোষণা দেন। বিজনেস কাউন্সিলের সভাপতি মাহতাবুর রহমান নাছিরের সভাপতিত্বে সভায় প্রবাসী ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আবদুস সালাম। এসময় তিনি বলেন, ২০১৫ সালের মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জনতা ব্যাংকের প্রায় ১৫টি এটিএম বুথ স্থাপন করা হবে। এছাড়া প্রবাসী ব্যবসায়ীদের ঋণ দেয়ার শর্ত শিথিল করা হবে ও গাড়ি কেনার জন্য বিশেষ ঋণ দেয়া হবে।

সভায় বক্তব্য রাখেন আবুধাবিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ড. মুহাম্মদ ইমরান, কনসালটেন্ট জেনারেল মাসুদুর রহমান, ফার্স্ট সেক্রেটারি (শ্রম) এ কে এম মিজানুর রাহমান, নুর মোহাম্মদ, রাজা মল্লিক, জনতা ব্যাংকের জিএম মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন এবং বিজনেস ফোরামের যুগ্ম সম্পাদক সাইফুদ্দিন আহমদসহ ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ।

ইতালিতে জনতা এক্সচেঞ্জ কোম্পানির বোর্ড সভা

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান জনতা এক্সচেঞ্জ কোম্পানি এসআরএল, ইতালি-এর বোর্ড সভা সম্প্রতি রোমে কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জনতা ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আবদুস সালাম বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ইতালিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের অর্থনৈতিক কাউন্সিলর ড. মোঃ মফিজুর রহমান, জনতা এক্সচেঞ্জ কোম্পানির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুস সাত্তার বিশ্বাসসহ অন্যান্য ডিরেক্টর, কমার্শিয়ালিস্ট, বোর্ড অব অডিটের সদস্যবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় ২০১৪ সালের ব্যালান্সশিট অনুমোদনসহ অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

জনতা ব্যাংক এবং এনইসি মানি ট্রান্সফারের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

০৯ মার্চ ২০১৫ তারিখে ব্যাংকের কমিটি রুমে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে দ্রুত ও নিরাপদে রেমিটেন্স প্রেরণের জন্যে জনতা ব্যাংক লিমিটেড এবং এনইসি মানি ট্রান্সফারের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অনুষ্ঠানে জনতা ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আবদুস সালাম ও এনইসি মানি

ট্রান্সফারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইকরাম ফারাজি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এ সময় শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের তৎকালীন সিনিয়র কনসালট্যান্ট (ডিএমডি) মোঃ গোলাম সারোয়ার। অনুষ্ঠান সমন্বয় করেন ওভারসিজ ব্যাংকিং ডিপার্টমেন্টের ডিজিএম হোসাইন ইয়াহিয়া চৌধুরী।

বিভিন্ন পদে ১০৮৬ জন কর্মকর্তা নিয়োগ দেবে জনতা ব্যাংক

দেশের ব্যাংকিং খাতে অন্যতম সেরা নিয়োগকারী ব্যাংক জনতা ব্যাংক লিমিটেড। বর্তমানে বিভিন্ন পদে ১০৮৬ জন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। গত ০৯ জানুয়ারি ১৫৪টি এ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার

পদের এবং ২৩ জানুয়ারি ৪৯৪টি এ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার-টেলর পদের নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষার ফলাফল ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং শীঘ্রই মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া, সিনিয়র ডাটাবেজ এডমিনিস্ট্রেটর ১জন ও সিনিয়র সিস্টেম এডমিনিস্ট্রেটর ১জন, প্রোগ্রামার ১জন, হার্ডওয়্যার মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার ১জন, ডাটাবেজ এডমিনিস্ট্রেটর ২জন, সিস্টেম এডমিনিস্ট্রেটর ২জন, নেটওয়ার্ক এডমিনিস্ট্রেটর ৩জন; এ্যাসিস্ট্যান্ট সিস্টেম এডমিনিস্ট্রেটর ২জন, এ্যাসিস্ট্যান্ট নেটওয়ার্ক এডমিনিস্ট্রেটর ৩ জন, এ্যাসিস্ট্যান্ট ডাটাবেজ এডমিনিস্ট্রেটর ৩জন এবং এ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার (আইটি) পদে ৪১৯ জন কর্মকর্তার নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি এ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার (রুরাল ক্রেডিট) পদে ৪৩৬ জন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ২০১০ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত গত ৫ বছরে বিভিন্ন পদমর্যাদার প্রায় ৪৮১৫ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে ব্যাংকের শ্রদ্ধাঞ্জলি

২৬ মার্চ ২০১৫ তারিখে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আবদুস সালামের নেতৃত্বে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

এ সময় ব্যাংকের ডিএমডি ওমর ফারুক, আফরোজা গুল নাহার, হোসনে আরা বেগম ও মহাব্যবস্থাপকবৃন্দসহ অন্যান্য নির্বাহী কর্মকর্তা-কর্মচারী, অফিসার কল্যাণ সমিতি এবং সিবিএ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শহীদ মিনারে জনতা ব্যাংকের পুষ্পার্ঘ্য অর্পন

মহান শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন করে জনতা ব্যাংক লিমিটেড। এ সময় ব্যাংকের সিইও এন্ড এমডি মোঃ আবদুস সালামের নেতৃত্বে ডিএমডি

ওমর ফারুক, হাসান ইকবাল, আফরোজা গুল নাহার, হোসনে আরা বেগম, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, অফিসার কল্যাণ সমিতি ও সিবিএ নেতৃবৃন্দসহ অন্যান্য নির্বাহী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

জনতা ব্যাংকের পটভূমি

মহান মুক্তিযুদ্ধে জনতা ব্যাংক লিমিটেড

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে একাত্ম ছিল জনতা ব্যাংক পরিবার। জনতা ব্যাংকের (তৎকালীন ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড ও ইউনাইটেড ব্যাংক লিমিটেড) অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধে জনতা ব্যাংকের ২৩ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তৎকালীন ইউনাইটেড ব্যাংক লিমিটেডের চট্টগ্রাম অঞ্চলের ১০জন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা হলেন: মোহাম্মদ ইউনুচ, কাছাঞ্চি; মোহাম্মদ মনছুর মল্লিক, কেরানী; মোহাম্মদ দুদু মিঞা, প্রহরী; মোহাম্মদ আবদুল হাদী, পিওন; মোহাম্মদ মমতাজ মিঞা, প্রহরী; মোহাম্মদ ফজল করিম, পিওন; ছৈয়দ মোহাম্মদ আতিক, প্রহরী; আবদুল গফুর, অফিসার; গোলাম নবী, প্রহরী; গোলাম মোহাম্মদ, প্রহরী।

বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠতম গৌরবময় অধ্যায় বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে লালন করে জনতা ব্যাংক। ইতোমধ্যে দুস্থ মুক্তিযোদ্ধাগণের সহায়তার অংশ হিসেবে সুনামগঞ্জের আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা কাঁকাত হেনইঞ্চিতা (কাকন বিবি)-কে ১৫ লক্ষ টাকা, বান্দরবানের ইউকে চিং বীর বিক্রমকে ১.৫০ লক্ষ টাকা, লালমনিরহাটের মরহুম নৌ-কমান্ডো মতিউর রহমান বীর উত্তমকে ৫ লক্ষ টাকা এবং নেত্রকোণার খলিলুর রহমান বীর প্রতীককে ৩.৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনা ও যাচাইপূর্বক ৩২৭ জন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার অনুকূলে আর্থিক অবস্থাভেদে মোট ৫ কোটি ৬১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়। জনতা ব্যাংক লিমিটেড সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে ৬২৬ জন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার তথ্য সংগ্রহ করে তাঁদের পরিচিতিমূলক 'একাত্তরের বীরযোদ্ধাদের অবিস্মরণীয় জীবনগাথা: খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা স্মারক গ্রন্থ' প্রকাশ করেছে যাতে মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যক্তিগত তথ্যাদিসহ মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের অংশগ্রহণের কথামালা বর্ণিত হয়েছে। খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে প্রকাশিত সবচেয়ে তথ্যবহুল প্রকাশনা হিসেবে এই বইটিকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণের একটি আকর গ্রন্থ বলা যায়। এছাড়া জনতা ব্যাংক অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদেরকে চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে এবং মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের স্থায়ীভবন নির্মানে ১ কোটি টাকা প্রদান করেছে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড রিসার্চ, প্লানিং এন্ড স্টাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়, ১১০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০, ফোন: ৮৮ ০২ ৭১১৪৮৭২, ফ্যাক্স: ৮৮ ০২ ৯৫৫৮৬১৪, ইমেইল: bulletin@janatabank-bd.com, ওয়েবসাইট: www.janatabank-bd.com কর্তৃক প্রকাশিত এবং আবর্তন-এর তত্ত্বাবধানে একতা অফসেট প্রেস, ১১৯ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আলোকচিত্র: মোঃ আবুল কাশেম